গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(পৌর-১ অধিশাখা)

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.৩১.০২২.১৫. ৫৬৫

তারিখঃ ০২/০৫/২০১৭

বিষয়ঃ **গণ শুনানী ছাড়া গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন না দেয়ার আবেদন।**

সূত্র: (ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পত্র সংখ্যা ০৩.০৭২.০২৭.০৩.০০.০০১.২০১৬-১৯, তারিখ: ৩১/০১/২০১৭ (কপি সংযুক্ত)।
(খ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখার ইউ ও নোট নং-৪৬.০০.০০০০.০৩৮.০১৬.০৮২.১৫.৪৭, তারিখ: ০৯/০২/২০১৭ (কপি সংযুক্ত)।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে প্রাপ্ত গণ শুনানী ছাড়া গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন না দেয়ার আবেদনপত্রটি এতদসংগে প্রেরণ করা হ'ল। উক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

০২/০৫/১৭
(মোঃ আবদুর রউফ মিয়া)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫১১৬০৩

বিতরণ:
মেয়র/প্রশাসক (সকল পৌরসভা)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নগর ও উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৪। উপসচিব, সমন্বয় ও কাউন্সিল শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
০৫। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা ০৩.০৭২.০২৭.০৩.০০.০০১.২০১৬- ১৭(২)

তারিখ ১৮ মাঘ, ১৪২৩
৩১ জানুয়ারি, ২০১৭

বিষয় ঃ গণ শুনানী ছাড়া গ্যাস-পানির মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন না দেয়ার আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সভাপতি, কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), চট্টগ্রাম কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরিত আবেদনপত্রটি বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক এ কার্যালয়ে অগ্রায়নকৃত পত্রের কপি এতদসংঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

০২। এমতাবস্থায়, আবেদনের বিষয়টি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

সংযুক্তি ঃ ০৩ (তিন) পাতা।

৩১.০১.১৭
(এস. এম. তরিকুল ইসলাম)
পরিচালক-৫
ফোন ঃ ৯১৩৯৭৮২
ই-মেইলঃ director5@pmo.gov.bd

যুগ্ম-সচিব (প্রঃ) এর দপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্মারক নং ৮৩
তারিখ: ৭/২/১৭
স্বাক্ষর
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

১. সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২. সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
CONSUMERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (CAB)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়:
বাড়ী নং ৮/৬, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন: ৯৫৬২৮৫৮
E-mail: cabdhaka2013@gmail.com
Web: www.consumerbd.org

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়:
বাড়ী # ৬৮ রোড় # ০৪, ব্লক-বি, চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০১৭১৩-১১০০৫৪, ০১৭১১-৩৫৩৪৩১
E-mail: cab.chittagong@yahoo.com
cabchittagong09@gmail.com

ক্যাব/চট্টগ্রাম/আরটিসি-০১/১৬
তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০১৬ইং

বরাবর
মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন বিমান বন্দর সড়ক
ঢাকা।

মাধ্যমঃ- বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ- গণশুণানী ছাড়া গ্যাস-পানির মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন না দিতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বরাবারে বিনীত আবেদন।

প্রিয় মহোদয়,
উপরোক্ত বিষয়ে আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষন পূর্বক জানাচ্ছি যে, কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষনকারী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এবং শিল্প, সড়ক পরিবহন ও সেতু, নৌপরিবহন, বানিজ্য, কৃষি, প্রাণী সম্পদ, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়সহ দেশে ভোক্তা স্বার্থ বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী কমিটিতে নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। দেশে প্রচলিত ভোক্তা সংরক্ষন আইন ২০০৯ অনুযায়ী দেশের ক্রেতা-ভোক্তাদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। আর্ন্তজাতিক ক্রেতা সংগঠন কনজ্যুমারস ইন্টারন্যাশনাল (Consumers International) এর সদস্য হিসাবে ক্যাব বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ এ দেশে ক্রেতা-ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষনে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

দাম বাড়ানোর যুক্তিসংগত কারণ না থাকার পরও আরেক দফা বাড়ছে গ্যাসের দাম। গ্যাসের এই বর্ধিত দাম আগামী ১ জানুয়ারি থেকেই কার্যকর হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবাসিক খাতে ২ চুলার জন্য ১ হাজার এবং ১ চুলার জন্য ৮০০ টাকা দিতে হতে পারে। আর যানবাহনে ব্যবহৃত সিএনজির দাম হতে পারে প্রতি ঘনমিটার ৪০ টাকা। এছাড়া গ্যাসের দাম বাড়বে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সারকারখানা, শিল্প, বাণিজ্যিক, চা-বাগানসহ সব ক্ষেত্রেই। এর আগে গত বছরের ১ সেপ্টেম্বর থেকে গ্যাসের দাম বাড়ানো হয়। তখন ২ চুলার বিল ৪৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ টাকা এবং ১ চুলার বিল ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছিল। মাত্র এক বছরের ব্যবধানে গ্যাসের দাম প্রায় দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত কতটুকু দেশ ও জনস্বার্থ অনুকূল তা ভেবে দেখা দরকার।

গ্যাসের দাম বৃদ্ধির বিইআরসিতে অনুষ্ঠিত গনশুনানিতে কোম্পানীগুলি কোনো জোরালো যুক্তি তুলে ধরতে পারেনি। আবার এখন গ্যাস সংকটে বাসাবাড়ি ও শিল্প-কারখানায় ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিদ্যমান সংকটকে তীব্র করে তুলেছে শীতকালীন প্রতিকূল অবস্থা। সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপগুলোতে ময়লা ও উপজাত (কনডেনসেট) জমে সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এ অবস্থায় উচ্চহারে গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে জনজীবনে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির সংবাদে জন-অসন্তোষ শুরু হয়েছে। কারণ গ্যাসের উচ্চহারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে উদ্যোক্তা বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হওয়াসহ বাড়বে মূল্যস্ফীতি, সামগ্রিক অর্থে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর। গ্যাসের দাম বৃদ্ধির মূল কারণ হিসাবে গ্যাসের দামের ওপর থেকে সরকারের শুল্ক ও কর সংগ্রহের সিদ্ধান্ত এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির কথা বলা হলেও এটা কোনো জোরারো যুক্তি নয়, কারণ ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্যাস বিক্রির অর্থ থেকে ৫৫ শতাংশ রাজস্ব (৪০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ১৫ শতাংশ মূসক) না নিয়ে গ্যাস খাত পরিচালনায় তা ব্যয় করার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যে এসআরও (২২৭ নম্বর) জারি করেছিল, এখন তার অন্যথা করা জনস্বার্থের অনুকূল নয়। আবার, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য বাড়তি যে অর্থ সংস্থাগুলোর প্রয়োজন, তার সংস্থান তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়েই করা সম্ভব। গ্যাসখাতের প্রতিটি কোম্পানির হাতে বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত অর্থ রয়েছে, যা এ খাতের উন্নয়নের কোনো কাজে লাগছে না। সিস্টেম লসের নামে লুঠপাট, চুরি, অপচয় এবং নানাবিধ দুর্নীতি-অনিয়ম বন্ধ করলেও বিপুল অর্থের সাশ্রয় করা যাবে। এই অবস্থায় গ্যাসের দাম বাড়ানোর কোনো যুক্তি নেই।

গ্যাসের পর বিদ্যুৎ ও পানির দাম বাড়ানোর বিষয়টিও প্রক্রিয়াধীন বলে জানা গেছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষতো অতি উচ্চহারে পানির দাম বাড়াতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে। সংস্থাটি প্রতিবছর ৫ শতাংশ করে পানির দাম বাড়ালে আগামী বছর থেকে গ্রাহক পর্যায়ে প্রতি ইউনিটে (এক হাজার লিটার) আবাসিকে ৩১ দশমিক ৪০ শতাংশ ও অনাবাসিক (শিল্প ও বাণিজ্য) ৪৮ দশমিক ৪২ শতাংশ দাম বাড়াতে চায়। আবাসিক ও অনাবাসিক মিলিয়ে গড়ে প্রায় ৪০ শতাংশ হারে পানির দাম বাড়ানোর প্রস্তাব করেছে তারা। এক লাফে এত বেশি দাম বাড়ানোর এখতিয়ার চট্টগ্রাম ওয়াসার না থাকলেও তারা তা করতে দুঃসাহস দেখাচ্ছে। অন্যদিকে গণশুনানী

কনজ্যুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
CONSUMERS ASSOCIATION OF BANGLADESH (CAB)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়:
বাড়ী নং ৮/৬, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ। ফোন: ৯৫৬২৮৫৮
E-mail: cabdnaka2013@gmail.com
Web: www.consumerbd.org

চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়:
বাড়ী # ৬৮ রোড # ০৪, ব্লক-বি, চান্দগাঁও আ/এ, চট্টগ্রাম-৪২১২
ফোন: ০১৭১৩-১১০০৫৪, ০১৭১১-৩৫৩৪৩১
E-mail: cab.chittagong@yahoo.com
cabchittagong09@gmail.com

ছাড়া এ বড় ধরনের দাম বাড়ানোর প্রক্রিয়াও অগ্রহনযোগ্য। সিস্টেম লস, পানি চুরি, ও অনিয়ম বন্ধ করা গেলে বিপুল পরিমান রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মন্ত্রণালয় চট্টগ্রাম ওয়াসার অযৌক্তিক আবদার অনুমোদন করলে তা জনজীবনে দুর্ভোগ আরো বাড়িয়ে দেবে। আমরা মনে করি, উচ্চহারে প্রতি বছর গ্যাস-বিদ্যুৎ এবং পানির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের জন্য বড়ই দুঃসংবাদ। এর পরিণামে জীবনযাত্রার সবক্ষেত্রে চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। মূল্যবৃদ্ধির কারণে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ভোগান্তি বেড়ে যাবে কয়েকগুণ। বাড়ি ভাড়া, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী, যাতায়াত খরচ, বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। গ্যাস-পানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির কারণে নতুন বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হবে। উৎপাদন ও পরিবহন খরচ থেকে শুরু করে বাসাভাড়া, যাতায়াত খরচ, ভোগপণ্য, শিক্ষাব্যয় ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সবকিছুতেই বাড়তি খরচের খড়গ নেমে আসবে। এ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়তে হবে সীমিত ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষেরা, যাদের কোনো আয় বাড়বে না, অথচ ব্যয়ের বাজেট বেড়ে যাবে। সংগত কারণে আমরা দেশ ও জনস্বার্থ বিবেচনায় গ্যাস-পানি ও বিদ্যুতের দামের ক্ষেত্রে সরকারের যৌক্তিক সিদ্ধান্ত দেখতে চাই।

গৃহস্থলির ব্যবহার্য গ্যাস ও রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজি গ্যাসের মুল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্তসহ সাধারন নাগরিকদের জীবন যাত্রার ব্যায় বৃদ্ধিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল জিনিসের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। গণপরিবহণে ভাড়া বৃদ্ধির অজুহাতে হু হু করে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের বাজারে আগুন ধরে যাবে। ভুর্তকি হ্রাস, উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন ইত্যাদি অজুহাতে দামবৃদ্ধি, জ্বালানী গ্যাসের বৃদ্ধির ঘোষনা চলমান জীবনযাত্রার মুল্যবৃদ্ধি মধ্যবিত্তসহ সাধারন জনগনের জীবন যাপনে নিত্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও জীবনযাত্রার উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সরকার ১৬ কোটি জনগনের জন্য ভুর্তকি না দিয়ে গুটিকয়েক ব্যবসায়ীদের জন্য ভূর্তকি দিবে এটাই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সুযোগে ব্যবসায়ীরা নিত্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সকল দ্রব্যসমাগ্রী ও সেবা সার্তিসের আরেক দফা আগুন ধরাবে। ভুর্তকি হ্রাস, সিস্টেম লস, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র পরামর্শে গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে হঠকারী ও দুঃখজনক ।

বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমুল্যের যে উর্ধ্বগতি পাগলা ঘোড়া বাজারের আগুন ছড়াচ্ছে যা মধ্যবিত্তজনগনসহ সর্বস্থরের সাধারন নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে ভয়াবহ দুর্বীসহ করে তুলেছে, বর্তমান গ্যাস ও পানির মুল্য বৃদ্ধি তার গায়ে গতি সঞ্চার করবে। গৃহস্থলির গ্যাস ও রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস সিএনজির মুল্য বৃদ্ধির কারনে খাদ্য উৎপাদন, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি খাতে প্রভাব ফেলবে। যেখানে গণপরিবহন খরচ বাড়বে, বিদ্যুতের পরিবর্তে গ্যাস জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে সেখানে এর উৎদপাদন খরচ অনেক গুন বেড়ে যাবে। বাংলাদেশ এনার্জি কমিশন বরাবরই ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষনের পরিবর্তে মুষ্ঠিমেয় অসৎ ব্যবসীয়দের স্বার্থ সংরক্ষনে বদ্ধ পরিকর এবং সেকারনে গ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা নানা ভাবে হয়রানি করলেও তার কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। আবার গণশুণানীর সুপারিশ কোন ভাবে আমলে না নিয়ে ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষনে বারংবার সিদ্ধান্ত প্রদান করে যাচ্ছে। ফলে মুষ্ঠিমেয় অসৎ ব্যবসায়ী ও মুজদদাররা নানা টালবাহনায় ও অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজণীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে, বিনা নোটিশে সারা দেশে বাস ভাড়া বাড়ানো, গণপরিবহন বৃদ্ধি, সকল প্রকার ভোগ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, সাময়িক সংকট তৈরী করে, জনজীবনে দুর্বীসহ অবস্থা তৈরী করলেও সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বলেন এতে সরকারের কিছুই করনীয় নেই। সরকার দ্রব্যমুল্যের উর্ধ্বগতি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ না করে সাধারন জনগনের উপর বাড়তি মুল্যের চাপটি তুলে দিয়ে জনগনের দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। পিয়াজ, আদা, ডাল, সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের বাজারে ব্যবসায়ীরা বেপোরোয়া হয়ে বাড়তি মুল্যে বিক্রি করে আগুন ছড়ালেও সেকারনে সরকারের বানিজ্য মন্ত্রনালয় দিবা স্বপ্নে বিভোর, কোন মনিটরিং এবং বিকল্প বাজার সৃষ্টি নেই, অন্যদিকে সিএনজি বাস ও ট্যাক্সির ভাড়া পুনঃ নির্ধারন করা হলেও কোন বাস ও সিএনজি ট্রেক্সির মালিকরা তা মানছে না। এগুলো নিয়ন্ত্রণ না করে সাধারন জনগনের উপর দামবাড়ানোর বাড়তি বোঝা তুলে দিয়ে সামগ্রিক ভাবে সমাজে অস্থিরতা বাড়াতে পারে।

তাই মহোদয় উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা পূর্বক অনতি বিলম্বে গ্যাস ও পানির মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যখান করে সিংহভাগ জনগোষ্ঠির জীবনযাত্রায় স্বস্তি আনা এবং গ্যাস পানি, স্বাস্থ্যসহ সকল সেবা সংস্থায় গণশুনাণীর মাধ্যমের গ্রাহকদের সুন্তুষ্ঠি ও সেবার মান নিশ্চিতে আপনার আপনার সুনিদিষ্ঠ নির্দেশনা প্রদান ও গ্যাস, পানি ও সরকারী সেবা সংস্থাগুলির মধ্যে বিরাজমান সমস্যাগুলির আশু সমাধান পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এ প্রত্যাশা করি।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাসহ

এস এম নাজের হোসাইন সভাপতি ক্যাব, চট্টগ্রাম বিভাগ	কাজী ইকবাল বাহার ছাবেরী সাধারন সম্পাদক, ক্যাব, চট্টগ্রাম বিভাগ	জেসমিন সুলতানা পারু, সভাপতি, ক্যাব, চট্টগ্রাম মহানগর	অজয় মিত্র শংকু, সাধারন সম্পাদক, ক্যাব, চট্টগ্রাম মহানগর